দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

অবিলম্বে বেতন বৈষম্য দূর করুন

–শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

স্টাফ রিপোর্টার

সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে বেতন বৈষম্য অবসানের দাবী জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে গত রবিবার অনুষ্ঠিত এক সভায় ২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

১২-এর পৃষ্ঠার পর

এ দাবী জানানো হয়েছে। এ সভায় বলা হয়েছে যে, '৭৮ সালের ২২ জুলাই মাওলনা এমএ মান্নানকে আহবায়ক করে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের ৩ সংগঠনের সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গঠিত হয়। এরপর মাওলানা এমএ মান্নানের নেতৃত্বে ৫ দফা দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়। ওই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের সাথে এক চুক্তি করে ১৯৮০ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে বেসরকারী স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সরকারী কোষাগার থেকে ৫০ শতাংশ প্রারম্ভিক বেতন প্রদান শুরু করে। সভায় আরো বলা হয় যে, ২৬ বছরেও শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদার প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। ফলে শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীরা আকৃষ্ট হচ্ছে না। অপরদিকে, এখনও যেসব অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেন তারা আগামী ২/৪ বছরের মধ্যে চাকরি থেকে অবসরে যাবেন। তার পাশাপাশি বেসরকারী শিক্ষা খাতে দলীয়করণ, আর্থিক ও পেশাগত অনিশ্চয়তা এবং নিরপত্তাহীনতায় যোগ্য শিক্ষককের সংকট তীব্র হবে। দুই যুগ ধরে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে এ পর্যন্ত বেসরকারী শিক্ষকরা ৯০ শতাংশ সরকারী কোষাগার থেকে পাচ্ছে। কিন্তু ২৫/৩০ বছর ধরে কোন বেসরকারী শিক্ষকের পদোন্নতি নেই। উপরন্তু ২৫ বছর ধরে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাও কেড়ে নেয়া হয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রবর্তিত ১০০ টাকা বাড়ী ভাড়া এখনও অপরিবর্তীত। বিশ্বের কোথাও বৈষম্যমূলক উৎসব ভাতার রেওয়াজ নেই। রমজানের ঈদের সময় শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষে বলা হয়েছিল যে কোরবানির ঈদে পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু এবারও বেশীর ভাগ স্কুল শিক্ষক ৪৪৪ টাকা, পিয়ন ৬৭৫ টাকা, অফিসসহকারী ৮৪৩ টাকা, কলেজ শিক্ষক ৯৬৭ টাকা উৎসব ভাতা পাবেন।

এ অবস্থার অবসান ঘটাতে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আহুত ৪ জানুয়ারীর জেলায় জেলায় কালো পতাকা হাতে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচী সফল করার জন্য সকল বেসরকারী শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

এ সভায় বক্তৃতা করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রিন্সিপাল আসাদুল হক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সিরাজুল হক আলো, শিক্ষক সমিতির (কামরুজ্জামান) সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফজাল মিয়া, কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব এম আরজু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।